গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
আইসিটি শাখা
www.ird.gov.bd

রূপকল্প (Vision):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন; সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদ্বারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে **'ডিজিটাল বাংলাদেশ'** বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

উদ্দেশ্য : 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' তে ৮টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

ক. ডিজিটাল সরকার (Digital Government),
খ. ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security),
গ. সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access),
ঘ. শিক্ষা গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation),
ঙ. দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation),
চ. অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity)
ছ. পরিবেশ, জলবায় এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management),
জ. উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)

কৌশলগত বিষয়বস্তু : 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' তে ৫৫ টি কৌশলগত বিষয়বস্তু রয়েছে। তন্মধ্যে, ২৫ টি কৌশলগত বিষয়বস্তুর সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

বিষয়: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার করণীয় বিষয়সমূহ

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উদ্দেশ্য # ১ : ডিজিটাল সরকার (Digital Government)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.১: সরকারী তথ্য ও সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান নিশ্চিতকরণ						
১.১.১	সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.১.২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	নাগরিকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	৬০%	৮০%	১০০%
১.১.৩	সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের স্থায়ী (যেমন Chief Innovation Officer/ Innovation Officer/ ICT Focal Point) কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	ডিজিটাল সরকার কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।	১০০%	√	√
১.১.৬	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারীরা সহজে এবং স্বল্প সময়ে সেবা পাবেন।	১০০%	√	√
১.১.৮	ডিজিটাল সরকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধিত হবে।	১০০%	√	√
১.১.৯	ডিজিটাল সার্ভিসসমূহে Data Analytics ও AI সংযোজনের মাধ্যমে স্মার্ট এবং পার্সোনালাইজড জনসেবা নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা প্রদান দ্রুত ও সমন্বিত হবে।	৫০%	১০০%	√
১.১.১০	বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজাইন ও সুপারভিশন (PMC) এবং বাস্তবায়ন- এ দুটি পৃথক চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে।	৮০%	১০০%	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.১.১১	বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন অনুসরণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ BOO/BOT/ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে।	৮০%	১০০%	√
১.১.১২	BOO/BOT/ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব/ফি শেয়ারের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়নহবে।	৮০%	১০০%	√
১.১.১৩	সর্বস্তরে ডিজিটাইজেশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ, দূরীকরণ ও অগ্রগতির পরিমাপযোগ্য নির্ণায়ক নির্ধারণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	সার্ভিসের মান উন্নয়ন হবে।	১০০%	√	√
১.১.১৪	সরকারি সকল অনুমতি, অনুদান/সুবিধা/প্রণোদনা বা লাইসেন্স প্রাপ্তি/নবায়নের জন্য প্রাক-যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশনকে উৎসাহিত করা হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	ডিজিটালাইজেশন উৎসাহিত হবে এবং সার্ভিসের মান উন্নয়ন হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.২ : ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ						
১.২.১	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবার হালনাগাদকৃত তথ্য সারণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.২.২	ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৩	PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা র নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	ক্রয় প্রক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করবে।	১০০%	√	√
১.২.৫	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে চলমান অসমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য জনগণের মতামত গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যবহার।	আইএমইডি এবং স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ	উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রকল্পগ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দে আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দ্রুততা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.২.৭	গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন- ভিডিও কনফারেন্সিং) চালুকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সভায় অংশহগ্রহণের জন্য ভ্রমন, ব্যয় ও সময় হ্রাস করবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সভার প্রয়োজন দূর হবে।	১০০%	√	√
১.২.৮	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সরকারের কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৯	দ্রুত ও টেকসই ডিজিটাল গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে Managed Service মডেলের আলোকে প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ।	পরিকল্পনা বিভাগ/সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সরকারের কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৩ : সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাতে জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ						
১.৩.২	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে উচ্চ গতির ডাটা সংযোগ ও ডিজিটাল-সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ হবে।	১০০%	√	√
১.৩.৪	স্বল্পোন্নত এলাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ড (Bandwidth) এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, পণ্যমূল্য বিষয়ক তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি	সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি সুবিধা মতো সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	৫০%	১০০%	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৪ : সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানে সেবা প্রদানকারীর সক্ষমতা উন্নয়ন						
১.৪.১	সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণীর নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৪.২	সরকারি পর্যায়ে সৃজনশীল ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা ও ডিজিটাল-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনুতোষিক ও পুরস্কার প্রবর্তন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল গভর্নেন্স ও ই-সেবা প্রদানে সরকারি কর্মকর্তারা উৎসাহিত হবেন।	১০০%	√	√
১.৪.৪	সরকারি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি এবং ডিজিটাল গভর্নেন্স কারিকুলামে Service Process Simplification (SPS)/BPR, Digital Service Design and Planning, Project Management ডিজিটাল সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভূক্তকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.৪.৮	স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনবলকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৫ : সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তিসহ তথ্যব্যবস্থা অবকাঠামো (Architecture) ও আন্ত:পরিবাহিতা (Interoperability) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ						
১.৫.২	সকল সরকারি দপ্তরে ন্যাশনাল ই-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার (National e-Governance Architecture) ও e-Governance Interoperability Framework অনুসরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	তথ্য ও সিস্টেমের দ্বৈততা হ্রাস হবে। তথ্যের (Data) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও সফটওয়্যার আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হবে।	১০০%	√	√
১.৫.৪	জনসম্মুখে প্রকাশযোগ্য তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য Open Government Data পোর্টালে তথ্য উন্মুক্তকরণ ও অন্য দপ্তরের তথ্য ব্যবহারের সংস্কৃতি তৈরি।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণ ও গবেষকদের সহজে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৫.৫	ডিজিটাল সার্ভিসের রূপান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয়ের লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মতামত গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল-গভর্নেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।	১০০%	√	√
১.৫.৬	মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নে সকল ডিজিটাল সার্ভিসের চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে প্রকিউরমেন্ট, তৈরি এবং বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রকার সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের যৌথ উদ্যোগ “Digital Service Accelerator”-এর সহায়তা গ্রহণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল-গভর্নেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।	১০০%	√	√
১.৫.৭	প্রত্যেক নাগরিকের একক আইডি প্রণয়ন ও সহজে সংশোধন নিশ্চিতকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারী সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রদেয় নাগরিক সেবা তাৎক্ষণিক প্রদান নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√
১.৫.৮	একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারী সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন বিভাগ কতৃক প্রদেয় নাগরিক সেবা তাৎক্ষণিক প্রদান নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৬ : শিক্ষা. স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশন এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি						
১.৬.১৪	সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ‘সেন্ট্রাল সম্পদ বিবরণী ব্যবস্থাপনা সিস্টেম’ প্রণয়ন করা। [উক্ত সিস্টেমের সাথে বিআরটিএ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন থাকবে যাতে করে সম্পদ বিবরণীর সাথে দাখিলকৃত সম্পদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।]	দুর্নীতি দমন কমিশন, বিআরটিএ, **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড**, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সকল সরকারি কর্মকর্তার সম্পদ বিবরণী দাখিলের সেন্ট্রাল সিস্টেম বাস্তবায়িত হবে এবং দাখিলকৃত সম্পদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।	৫০%	৮০%	১০০%

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
উদ্দেশ্য # ২ : ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৩ : ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ						
২.৩.২	নাগরিকদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৩.৩	নাগরিকদের কোনো তথ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণের জন্য তাঁকে তা অবহিত করতে হবে। এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে প্রদান করা যাবে না। তথ্য এনক্রিপ্টেড করে নিরাপদ রাখতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে আর্থিক জরিমানার বিষয় নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৫ : ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ						
২.৫.১	ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল সৃষ্টিকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	দক্ষ জনবলের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√
২.৫.৩	ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	জনসাধারণ ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডিজিটাল অপরাধ সম্বন্ধে অবগত থাকবে।	১০০%	√	√
২.৫.৪	ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমুহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
২.৫.৫	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমুহের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
২.৫.৬	জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমুহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৫.৭	জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা সংস্থা গঠন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সাইবার নিরাপত্তায় সকল সংস্থাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরী সহায়তা প্রদান করা যাবে।	১০০%	√	√
২.৫.৯	ডিজিটাল অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ	ডিজিটাল অপরাধ দমনে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
২.৫.১০	আইটি সিস্টেম অডিট বাধ্যতামুলক করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	আইটি সিস্টেম অডিটের মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যাবে।	১০০%	√	√
২.৫.১২	বিভিন্ন ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবাপ্রদানকারী (পেনিট্রেশন টেস্টিং, ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, আইটি অডিট) প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	আইটি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তথ্য সুরক্ষা ও সেবার মান নিশ্চিত করা যাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৯ : সরকারি গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্যাবলী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরসহ অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশের সকল ডাটা বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণ						
২.৯.১	সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সিসিএ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	জাতীয় তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৯.২	বাংলাদেশের সকল ডাটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	জাতীয় তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৩ : সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.১ : সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে আনয়ন						
৩.১.২	নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সাইট অভিগম্য (Accessible) করণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীদের জন্য অভিগম্য হবে।	৫০%	১০০%	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.১.৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের জন্য বিশেষায়িত ও বাংলাদেশে তৈরি হয়না এমন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও অন্যান্য আইসিটি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট মওকুফ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষভাবে তৈরি আইসিটি উপকরণের ক্ষেত্রে (এইচ.এস. কোড উল্লেখ থাকলে) শুল্কমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা, এবং উন্নয়ন ক্রমকান্ডে অংশগ্রহণ বাড়বে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৩ : সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বৈষম্যহীন ভাবে পৌছানো						
৩.৩.২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহ মোবাইল ফোন, এটিএম, Point of Sales (PoS) ও অন্যান্য সেবা দান কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিল ও ফি পরিশোধে ব্যয় এবং সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; অধিকতর স্বচ্ছতা, প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা এবং দ্রুত বিল পরিশোধের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে; সরকারের উপর আস্থা বাড়বে।	১০০%	√	√
৩.৩.৬	ইন্টারনেট সংযোগ এবং তার ব্যবহার প্রক্রিয়াকে নাগরিক এবং সরকারি দপ্তরে মৌলিক উপযোগী (যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি) সেবা হিসাবে বিবেচনা করা। সরকারি দপ্তরসমূহে এ সংক্রান্ত মাসিক আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা	ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৪ : সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি						
৩.৪.১	ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নয়ন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা	সেবার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৩.৪.২	সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ও আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা	নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৫ : মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করা						
৩.৫.৪	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	জনগণের বৃহৎ অংশকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সুবিধা প্রশস্ত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৭ : তথ্যে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে সমমূল্যে/সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ						
৩.৭.৪	নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির (ডাটা সংযোগ এর ক্ষেত্রে) উপর শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)	ইন্টারনেটের প্রসার ঘটবে ও সাধারণ গ্রাহকের ইন্টারনেট ব্যয় হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৪ : শিক্ষা গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৪ : গবেষনা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ						
৪.৪.১১	শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী তহবিল (Innovation Fund) চালুকরণ ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান করা এবং এ সকল উদ্যোগ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং Scale-up করার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থের বরাদ্দ প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৫ : দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation)						
কোশলগত বিষয়বস্তু ৫.১ : দেশীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন						
৫.১.২	বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ পেশাজীবী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিশ্বমানের পেশাজীবী তৈরি হবে।	২০%	৫০%	১০০%

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৪ : কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও প্রণোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ						
৫.৪.১	বিভিন্ন দেশের প্রণোদনা প্যাকেজ পর্যালোচনাপূর্বক বিনিয়োগকারীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রণোদনা প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বিডা	বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আকৃষ্ট হবে।	১০০%	√	√
৫.৪.৪	আইসিটি পেশাজীবীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে ট্যাক্স সুবিধা প্রদান।	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	রিক্রুটিং এজেন্সিদের ট্যাক্স সুবিধা প্রদানের ফলে বহির্বিশ্বে আইসিটি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৬ : অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.১ : বাংলাদেশী আইসিটি পন্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিংকরণ						
৬.১.১	আইসিটি শিল্পের সক্ষমতা পরিমাপ ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে রোডম্যাপ (Roadmap) অনুযায়ী অগ্রগতি মূল্যায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দেশীয় আইসিটি পণ্য ও সেবা রপ্তানি সম্প্রসারিত হবে।	৫০%	১০০%	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.২ : দেশব্যাপী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শিল্প স্থাপন এবং নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ						
৬.২.১	Viability বিবেচনায় সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাইটেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটরগুলোতে বাসযোগ্য আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত আবাসন স্থাপন করা (স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শপিং মল ইত্যাদি) এবং এ সকল স্থাপনায় আইসিটি শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে কর অবকাশ, রাজস্ব ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৩ : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় বান্ধব (Cost Effective) তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা (IT/ITES) সংক্রান্ত শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ						
৬.৩.১	২০৩০ সাল পর্যন্ত স্থানীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতের উদ্যোক্তাদের আয়কর মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.২	স্থানীয়ভাবে তৈরি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও সেবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নগদ প্রণোদনা প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সফটওয়্যার রপ্তানি উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৫	(ক) স্থানীয় কম্পিউটার/আইটি হার্ডওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্যাপিট্যাল মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান। (খ) স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে উৎপাদিত বা সংযোজিত কম্পিউটারসহ আন্যান্য হার্ডওয়্যার সামগ্রীর সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সিপিটিইউ	স্থানীয় আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৬	দেশীয় আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইন্টারনেট, ডেটা ইউটিলিটিজ, ভাড়া ও আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ সেবার উপর ভ্যাট মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হবেন।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.৩.৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইসিটি সামগ্রী ও সেবার জন্য মূল্য সুবিধা (Price Preference) নিশ্চিতকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১১	দেশের স্থানীয় ভোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে সচেতনতা তৈরি করা।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১৫	স্থানীয় বিপিও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেবাগ্রহণকারীদের প্রণোদনা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৫ : ব্যবসা বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি						
৬.৫.১	বিদেশি Commercially Available Off The Shelf Software (COTS)-ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় সফটওয়্যার শিল্প অনুপ্রাণিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৬ : দাতা/সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পে PPR অনুসরণপূর্বক সকল আইটি/আইটিইএস ও ডিজিটাল ডিভাইস ক্রয়ে স্থানীয় পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় কোম্পানীসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ						
৬.৬.৫	আইটি/আইটিইএস কোম্পানিসমূহের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ে স্বল্প সুদে আর্থিক ঋণ/সহযোগিতা প্রদান এবং হাইটেক পার্কসমূহে যৌক্তিক মূল্যে অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ।	অর্থ বিভাগ, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৭ পরিবেশ, জলবায় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management)						
কৌলগত বিষয়বস্তু ৭.২ : পরিবেশ-বান্ধব সুবজ প্রযুক্তি ব্যবহারের করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিতকরণ						
৭.২.১	সরকারি ক্রয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা	অধিক হারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।	১০০%	√	√

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.২.২	অবাঞ্ছিত ও অকেজো আইসিটি যন্ত্রাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ। নিরাপদ ইলেকট্রনিক বর্জ্য খালাসের প্রক্রিয়া অনুসরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ইলেকট্রনিক বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।	১০০%	√	√
৭.২.৩	দাপ্তরিক কাজে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৮ : উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.১ : দেশের সকল শিল্প-বাণিজ্য-সেবা ও উৎপাদন খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি সর্বোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চতকরণে সর্বপ্রকার সহায়তা এবং অগ্রাধিকার প্রদান						
৮.১.১	নতুন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু, নতুন শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং স্থানীয় সরকারের সেবা সমন্বয়ে একটি One Stop Service তৈরি করতে হবে; এ সার্ভিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল রাজস্ব, ফি ইত্যাদি পরিশোধের জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ে সমন্বিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনবিআর, BIDA, BEZA, BEPZA সকল সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এফবিসিসিআই এবং বেসিস।	১. Doing Business সূচকে উন্নয়ন ঘটবে; ২. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য TCV ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে; এবং ৩. সেবা সরবরাহে Individual Contact ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৫ : জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল কমার্স, ডিজিটাল লেনদেন ও ডিজিটাল নির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ এবং শিল্প বাণিজ্যের ডিজিটাল রূপান্তর						
৮.৫.৩	সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল লেনদেন উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	সকল আর্থিক লেন-দেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন করা উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√